# বাংলাদেশে বেকারত্ব, মাদকাসক্তি এবং সন্ত্রাস সমস্যাঃ একটি সামাজিক সমীক্ষা

নাছিমা খাতুন[১]
ফাতেমা বেগম[২]

**সার-সংক্ষেপ** ঃ যুব সমাজ জাতির সম্পদ। অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনে দেশের যুবশক্তিকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করে উন্নয়নের ধারায় তাদেরকে সম্পৃক্ত করার কোন বিকল্প নেই। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে এই যুব সমাজই আজ বেকারত্ব, মাদকাসক্তি এবং সন্ত্রাসের অসহায় শিকার। যুব বেকারত্বের কারণে জাতীয় অর্থনীতি আজ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন এবং এই বেকারত্বের কারণেই সহযোগী সমস্যা হিসেবে মাদকাসক্তি এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রকট আকার ধারণ করেছে। বর্তমান প্রবন্ধে তথ্য ও পরিসংখ্যানের সাহায্যে বাংলাদশের এই জাতীয় সমস্যাগুলো আলোচনা করা হয়েছে। যার সামাজিক প্রতিক্রিয়া এখন গোটা দেশের জন্য একটা দুরারোগ্য সংকট।

বেকারত্বের অভিশাপ এতই প্রকট যে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত যেই বেকার থাকুক না কেন তাদের মধ্যে গভীর হতাশার সৃষ্টি হয়। এই হতাশা থেকেই জন্ম নেয় অপরাধ প্রবণতা। কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন অপরাধ সংঘটিত করতে চায় না বিধায় তখন তারা মানসিকভাবে প্রশান্তি পাওয়ার জন্য আশ্রয় নেয় মাদকাসক্তির। একটু একটু করে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে করতে নিজের অজান্তেই মাদকাসক্তির গভীরে চলে যায়। মাদকদ্রব্যকে তখন তারা তাদের জীবনীশক্তি হিসাবে বেছে নেয়। তাদের এই জীবনীশক্তি রক্ষার্থে যে কোন অপকর্ম করতে তারা দ্বিধাবোধ করে না। এই পর্যায়ে সমাজে কিছু সুবিধাভোগী লোক মাদকাসক্তদের দিয়ে সমাজে জঘন্যতম অপরাধমূলক কাজগুলো করিয়ে নেয়। এভাবে শুরু হয় সন্ত্রাস।

বর্তমান প্রবন্ধে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত, বেকারত্ব একটি সামাজিক ব্যাধি ও জাতির অভিশাপ। বাংলাদেশের জাতীয় প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে এটি একটি অন্যতম সমস্যা। বাংলাদেশের বয়স এবং লিঙ্গের তারতম্যের ভিত্তিতে বেকারত্বের হার, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা, বেকারত্বের বিভিন্ন কারণ ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বেকারত্ব থেকেই হতাশার প্রস্তুতি। আর হতাশা থেকেই যুবসমাজ মাদকাসক্ত হচ্ছে। মাদকাসক্তি সৃষ্টির সাথে বেকারত্বের একটি কার্যকর যোগাযোগ রয়েছে। বেকার যুবকদের উল্লেখযোগ্য অংশ বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের সাথে নিজেদের একাত্ম করে নিচ্ছে। এ বিষয়টি এক সমীক্ষার ফলাফল থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে। তৃতীয়ত, মাদকদ্রব্যের সংক্রমণ কিভাবে যুবসমাজকে বিপথগামী হতে এবং সন্ত্রাসী

১. সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২. সিনিয়র সহকারী প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে সহায়তা করছে তা আলোচনায় এসেছে। সমাজে সন্ত্রাস কেন হয় এবং সমাজে সন্ত্রাস সংঘটিত হওয়ার জন্য কারা দায়ী জরীপ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

যুব সমাজের বেকারত্ব ঘুচাতে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে কিভাবে সময়োপযোগী ও কাঙ্ক্ষিত যুব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যুব সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগরণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে অর্থনীতির মূল স্রোতধারার সাথে একাত্মকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে বিষয়টিও এসেছে বর্তমান প্রবন্ধে।

## ভূমিকা

যুব সমাজ উন্নয়নের চালিকা শক্তি। সম্ভাবনাময় এ যুবশক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে দেশ ধাপে ধাপে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশ বিপুল যুবশক্তি ও ঐশ্বর্যের অধিকারী। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ যুবক। জাতীয় যুব নীতিমালা অনুসারে ১৫-৩০ বছর বয়সীদেরকে যুবক বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।[১] যুবকদের মাঝে লুকিয়ে আছে অফুরন্ত কর্মশক্তি, উদ্যম, সৃজনশীলতা, উৎপাদনশীলতা, সংবেদনশীলতা, কল্যাণধর্মীতা ও আদর্শবাদিতা। এরা প্রগতি ও সামাজিক পরিবর্তনের চিরন্তন দিশারী। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুব সমাজ যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম এ সম্বন্ধে আজ আর কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। বাংলাদেশের প্রতিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্গত মানবতার সেবায় ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে যুব সম্প্রদায় যে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছে তা জাতির বহুমাত্রিক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে আরো সুস্পষ্ট ও অনিবার্য করে তুলেছে। বাংলাদেশের যুব সমাজ জাতির ভাষায় মর্যাদায় রক্ষার্থে ৫২' তে, ৬৯' এর গণঅভ্যুত্থানে ৭১'-এ আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধে এবং ৯০'-এর গণঅভ্যুত্থানে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছে। অথচ দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, এই যুবসমাজই আজ বেকারত্বের অসহায় শিকার। যুব বেকারত্বের কারণেই সহযোগী সমস্যা হিসেবে মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, হাইজ্যাকিং এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ প্রকট আকার ধারণ করেছে। ভয়াবহ যুববেকারত্ব তাই জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য আজ এক প্রচন্ড হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে যুবসমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষবাষ্পের মত ছড়িয়ে পড়েছে জীবনবিনাশী নীলনেশা মাদকদ্রব্য। নেশা সর্বনাশা জেনেও মানুষ এর নীলদংশনে দংশিত হচ্ছে। একদা প্লেগ, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়াসহ ভয়ংকর রোগের বিরুদ্ধে মানুষ ছিল অসহায়। কিন্তু এসব রোগকে জয় করার পর ও মাদক দ্রব্যের নীলনেশায় মানুষ আজ পরাভূত। ভবিষ্যতে হয়তো মাদকদ্রব্যের কারণে মৃত্যু এবং শারীরিক ক্ষতির হার অন্যান্য মৃত্যু ও ক্ষতির হারকে ছাড়িয়ে যাবে। একটি পরিবেশগত, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও সামাজিক সমস্যা হিসেবে মাদকাসক্তি সমস্যা

চিহ্নিত আজ বিশ্বব্যাপী। যার ফলে বিশ্বে ৬০০ কোটি মানুষের মধ্যে ৬০ কোটি মানুষ আজ মাদকাসক্ত।[২] ১৯৭৮ সালের পর হতে বাংলাদেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে এর সংখ্যা ৫০ লক্ষেরও অধিক।[৩] পৃথিবীর প্রতি এই চরম ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্রকে ঠেকানোর লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৮৮ সাল হতে প্রতি বছর ২৬ জুন বিশ্বব্যাপী ড্রাগের অপব্যবহার ও অবৈধ মাদক পাচার প্রতিরোধ দিবস পালন করার আহ্বান জানিয়েছে। মাদক দ্রব্যের এই সংক্রমণ যুবসমাজকে বিপথগামী হতে এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে সহায়তা করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে সন্ত্রাসী তৎপরতা একটি স্বাভাবিক স্বীকৃত তৎপরতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছ। সরকার ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো অবিরাম চেষ্টা চালিয়েও এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারছে না। মনে রাখা প্রয়োজন সন্ত্রাস, গুণ্ডামী, মাস্তানী করার পূর্বশর্ত হলো মাদকাসক্তি। কারণ কোন মানুষই স্বেচ্ছায় সন্ত্রাসী হতে চায় না।

বেকারত্ব একটি সামাজিক-ব্যাধি ও জাতির অভিশাপ। আমাদের জাতীয় প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে এটি একটি অন্যতম সমস্যা। যুগে যুগে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো বদল হয়েছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু সমাজের চিরন্তন সঙ্গী বেকারত্ব দূর হয়নি। এর বহুবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে মূল কারণ হচ্ছে সমাজব্যবস্থা। যা রাতারাতি পরিবর্তন করা ও সম্ভব নয়। দারিদ্র্য থেকেই বেকারত্বের উৎপত্তি। দারিদ্র্য দূর করতে পারলেই বেকারত্বের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। কর্মক্ষম লোককে কর্মে নিয়োজিত করার মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য দূর করতে হবে। কর্মক্ষম বলতে আমরা যুব সমাজকেই বুঝে থাকি। যুবশক্তি দেশের সেরাশক্তি। এ শক্তি যেমন গঠনমূলক কাজে অতুলনীয়, তেমনি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপেও এদের জুড়ি মেলা ভার। অথচ আজ স্বাধীন দেশের মাটিতে যুবসমাজ পথভ্রান্ত। পথে-প্রান্তরে ছিনতাই, নগর-জনপদে ধর্ষণ, নারীর প্রতি বহুমাত্রিক নির্যাতন, সন্ত্রাস এসবেরই হোতা আজকের যুবসমাজ। কিন্তু কেন? উত্তরে বলা যায় বেকারত্ব। এ বেকারত্ব থেকে জন্ম নেয় হতাশা, আর হতাশা থেকে ঘৃণা, ক্রোধ, অবহেলা, কর্মে অনীহা, দাম্পত্য কলহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, মাদকাসক্তি, এসিড নিক্ষেপ, নারী নির্যাতন, দৃষ্টিভঙ্গির নেতিবাচক পরিবর্তন ইত্যাদির সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি যুবক। এদের মধ্যে প্রায় আড়াই কোটি হচ্ছে শিক্ষিত বেকার যুবক।[৪] আমাদের দেশে বেকার যুবক যুবতীদের যে সংখ্যা পৃথিবীর অনেক দেশে মোট জনসংখ্যাই এর চেয়ে কম। ফলে শিক্ষিত বেকার যুবগোষ্ঠী আমাদের দেশে জনসম্পদ বা মানব সম্পদে পরিণত না হয়ে পরিণত হয়েছে বেকার জনগোষ্ঠী হিসাবে।

**বেকার সমস্যা বিভিন্ন কারণে হতে পারে–**

১. দেশের আয়তন, সম্পদ ও কর্মসংস্থানের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

২. মানব সম্পদের উন্নয়ন, সুষ্ঠু সংরক্ষণ, ব্যবহার এবং তাদের শিক্ষা, সচেতনতা ও দক্ষতার অভাব।

৩. প্রাকৃতিক ও মানুষ সৃষ্ট দুর্যোগ এবং তাদের যথাযথ মোকাবেলা না করা।

৪. টেকসই প্রযুক্তির অভাব এবং বিদ্যমান প্রযুক্তির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়া।

৫. প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সম্পদের অভাব এবং তার যথেচ্ছা ব্যবহার।

৬. উপযোগী ও উৎপাদনশীল কলকারখানার অভাব এবং বিদ্যমান কলকারখানা চালু না থাকা।

৭. অনুন্নত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব।

৮. আর্থিক অস্বচ্ছলতা এবং স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব।

৯. পরমুখাপেক্ষী এবং পরনির্ভরশীল অর্থনীতি ও প্রযুক্তি, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের অবক্ষয়।

১০. দূষিত পরিবেশ, সুষ্ঠু নীতিমালা ও জবাবদিহিতা না থাকা এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকার মোতাবেক কর্মসূচি বাস্তবায়ন না হওয়া।

১১. মানব সম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যবহারের অভাব এবং মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

১২. কর্মবিমুখতা এবং উন্নয়ন ও উৎপাদনশীল কার্যক্রমে জনগোষ্ঠীর সক্রিয় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

১৩. তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সুষ্ঠু পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও সমন্বয়ের অভাব ইত্যাদি।[৫]

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যুব শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যুব বেকার এর মধ্যে যুব শিক্ষিত বেকারদের কেউ কেউ কর্মের যোগান দিতে না পেরে হতাশ হয়ে মাদকাসক্ত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মাদকাসক্তি সৃষ্টির সাথে বেকারত্বের একটি কার্যকর যোগাযোগ রয়েছে। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ মাদকাসক্ত হয়ে থাকে। এক গবেষণায় ইংল্যান্ডের ক্রমবর্ধমান ড্রাগ আসক্তির পেছনে সে দেশের যুব সমাজের বেকারত্বকে অন্যতম কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে।[৬] বাংলাদেশে শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত হতাশাগ্রস্ত বেকার যুবকরাই হচ্ছে মাদক ব্যবসায়ীদের প্রধান শিকার। বেকার সমস্যা যেহেতু এদেশের একটি প্রধান সমস্যা, বেকার যুবকদের উল্লেখযোগ্য অংশ বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের সাথে নিজেদের একাত্ম করে নিচ্ছে।[৭]

ঢাকাস্থ মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ পর্যন্ত নিবন্ধিকৃত মোট ৩০০ জন রোগীর ওপর পরিচালিত এক সমীক্ষার ফলাফল থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হতে পারে।

**সারণী– ১ ঃ বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের পেশা ভিত্তিক তথ্য চিত্র।**

| পেশা | নিবন্ধিকৃত রোগীর সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ব্যবসা | ৬৯ জন | ২৩.০০ |
| বেকার/চাকুরিচ্যুত | ১০২ জন | ৩৪.০০ |
| চাকুরি | ৩৪ জন | ১১.৩৪ |
| শ্রমিক | ১০ জন | ৩.৩৩ |
| যানবাহন চালক | ৫১ জন | ১৭.০০ |
| ছাত্র | ১০ জন | ৩.৩৩ |
| কৃষিকাজ | ১ জন | ০.৩৩ |
| অন্যান্য | ২৩ জন | ৭.৬৭ |
| মোট | ৩০০ জন | ১০০% |

**সূত্র ঃ মাদক নিয়ন্ত্রন বুলেটিন নং-৩, (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯১, পৃঃ ৮) মাদক নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।**

আবার কেউ কেউ বুঝে শুনে অন্যের প্ররোচনায় মাদকাসক্ত হচ্ছে। নিম্নের সারণীতে পুরুষ মহিলারা কত প্রকারের মাদক দ্রব্য গ্রহণ করছে তার একটি তথ্য তুলে ধরা হলো ঃ

**সারণী– ২ ঃ বাংলাদেশে লিঙ্গভিত্তিক মাদকাসক্তের প্রকৃতি**

| মাদক দ্রব্য | মোট | | লিঙ্গ | | প্রকৃতি | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | নং | % | পুরুষ | মহিলা | নতুন | পুরাতন |
| এ্যালকোহল | ৬ | ১% | ৬ | ০ | ৪ | ২ |
| গাঁজা | ৩৮ | ৬% | ৩৮ | ০ | ২৬ | ১২ |
| হেরোইন | ৪৪২ | ১০% | ৪৪০ | ২ | ২৬০ | ১৮২ |
| আফিম | ১ | ৫ | ১ | ০ | ০ | ১ |
| প্যাথেডিন | ৩ | ০% | ৩ | ০ | ১ | ২ |
| ফেনসিডেল | ৭২ | ১২% | ৭৩ | ০ | ৪৮ | ২৫ |
| ট্যাবলেট | ১০ | ২% | ১০ | ০ | ৭ | ৩ |
| অন্যান্য | ১৬ | ৩% | ১৬ | ০ | ১১ | ৫ |

**Source :** Distribution of Drug abusers by Narcotics Drug reporting Period January, 1999-March, 1999.

অশিক্ষিত বেকার শ্রেণী থেকে আগত যুবক-যুবতীরা সাধারণত অতি সহজেই মাদকাসক্তিসহ বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত হতে দেখা যায়। এদের অধিকাংশই টোকাই গ্রুপভুক্ত। ২০-২২ বছর আগের টোকাই আজকের বড় মাস্তান। সন্ত্রাসীদের হোতা। যখন বুঝতে পারে এদের দিয়ে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ীরাসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর গডফাদাররা অনেক সুবিধা নিচ্ছে তখন তারা মনে করে আমরা কেন অপকর্ম করে গডফাদার হতে পারব না। এই কথা চিন্তা করে টোকাই মাস্তানরা শুরু করে মাদকদ্রব্য ব্যবসা, চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাকিং ইত্যাদি। বিশেষ করে, স্বল্প পরিশ্রমে মাদক ব্যবসাকে বেশি প্রাধান্য দেয়। জীবিকা নির্বাহের জন্য মাদক ব্যবসা অতি পুরাতন ও সহজ পদ্ধতি। মাদকদ্রব্যের সমাদর বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে অতি প্রাচীন কাল থেকেই হয়ে আসছে। যার ফলে মূলত বিশ্বের সর্বত্রই মাদকাসক্তির সমস্যা কম বেশি রয়েছে।

বিশ্বব্যাপী মানবজাতি যে ধরনের বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন তার মধ্যে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও পাচার সবচেয়ে মারাত্মক। পৃথিবীর সকল উন্নয়নকামী ও উন্নত দেশেই এর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। মাদকাসক্তির প্রভাব পরিবর্তনশীল সমাজের গভীরে প্রতিনিয়তই অনুভূত হচ্ছে এবং এর ফলে তা মানুষের মূল্যবোধ ও আচরণকে আশংকাজনকভাবে বিকৃত করছে। বিশেষ করে এই আত্মবিধ্বংসী নেশা বিশ্বের যুব সমাজের এক বড় অংশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। মানবজাতির ইতিহাসের মতোই মাদকদ্রব্যের ব্যবহার অতি প্রাচীন। আংগুরের নির্যাস, বিশেষ করে ভাইটিস ভিনেফেরা জাতীয় এক প্রকার আংগুরের নির্যাস থেকেই আগে তৈরি হতো মদ। নিকট প্রাচ্যে এর উৎপাদন শরু হয় খ্রীষ্টপূর্ব চার হাজার বছর আগে। খ্রীষ্টপুর্ব আড়াই হাজার বছর পূর্বে মিসরের অধিবাসীরা সর্বপ্রথম এজাতীয় আংগুরের রস থেকে মদ তৈরি করতে শেখে। ক্রমে পৃথিবীর সর্বত্র মদ উৎপাদন ও বিভিন্ন ছদ্মাবরণে এর প্রাদুর্ভাব জাতির চরম ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি দেশেই তা আজ একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে গন্য। আমেরিকার মদ্যপায়ীরা শুধু মদ্যপানের জন্যই প্রতিবছর ৮ থেকে ৯ লক্ষ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে থাকে। আমেরিকার সরকার প্রতিবছর শুধু মদ কারখানাগুলো থেকে তিন লক্ষ বিলিয়ন ডলার আয় করে।[৮] মাদকদ্রব্য শুধু উৎপাদনকারী দেশগুলোতেই থেকে যায় তা নয়। রপ্তানী, পাচার ও চোরচালানীর মাধ্যমে তা অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে উৎপাদনকারী দেশগুলো অন্য দেশগুলোকে উক্ত সমস্যা প্রপীড়িত করে তোলে। তাছাড়া, প্রতিটি দেশেই নিজস্ব পদ্ধতির মদ তৈরি করে থাকে। ফলে পৃথিবীর সবকটি দেশেই মাদকাসক্তি আজ এক নম্বরের সামাজিক সমস্যা হিসাবে ধরে নেয়া যেতে পারে। বাংলাদেশের দিকে তাকালেও এর একটি বাস্তব চিত্র আমরা দেখতে পাই। ১৯৭৭ সালের সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত একটি তথ্য

থেকে জানা যায়, শুধু রাজধানী ঢাকাতেই প্রতিদিন পশ্চাশ হাজার গ্যালন মদ বিক্রি হয়।[৯] ১৯৮১ সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় সংসদে প্রদত্ত এক প্রশ্নের জবাব থেকে জানতে পারা যায় ১৯৭৯-৮০ অর্থ বছরে মাত্র ২৯০টি মদের দোকান তেকে ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬৩১ গ্যালন মদ বিক্রি হয়। ১৯৮১ এর প্রথম তিন মাসের পরিবেশিত তথ্য থেকে জানা যায় এ তিন মাসে দেশী ও বিদেশী মদ যথাক্রমে ৭৭,৪৮৮ ও ১২,৮০৪ অর্থাৎ দেশী বিদেশী মিলে মোট ৯০,২৯২ গ্যালন মদ বিক্রি হয়। সরকার এ থেকে ১ কোটি ৫ লক্ষ ৪৭ হাজার ২শ পঞ্চাশ টাকা রাজস্ব আয় করেছে বলে জানিয়েছে।[১০] মাদকদ্রব্য এক সময়ে উন্নত দেশসমূহে কিছু উচ্চবিত্ত পরিবারের ফ্যাশন ছিল। থ্যাইল্যান্ড ও বার্মায় মাদকদ্রব্য বিরোধী অভিযান জোরদার হওয়ার পর থেকেই মাদক চোরাচালানীরা বাংলাদেশকে ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার শুরু করে। এখন অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশ ও মাদক দ্রব্যের বাজারে পরিণত হয়েছে এবং মাদক দ্রব্য জণিত সমস্যা ক্রমশই প্রকট আকার ধারণ করছে। মাদকদ্রব্যের নেশা এবং এর অপব্যবহার ক্রমশই বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও অন্যান্য শহরগুলোতে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। জন্মলগ্ন হতেই বাংলাদেশ খাদ্যঘাটতি, জনসংখ্যার প্রবল চাপ, ভূমিহীনতা, শিল্প কারখানার উৎপাদন সমস্যা নিয়ে বিপর্যস্ত রয়েছে। এর সঙ্গে গত দুই দশকের শুরু হতে যুক্ত হয়েছে একটি নতুন সংকট মাদকাসক্তির সমস্যা। প্রতিদিন আমাদের শহরাঞ্চলে শত শত যুবক যুবতী, তরুণ-তরুণী, দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী-ব্যবসায়ী ও স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা, সর্বনাশা মাদকদ্রব্যের নেশায় আকৃষ্ট হয়ে বিপথগামী হচ্ছে। হেরোইন, গাজা, আফিম ও অন্যান্য মাদকের মায়াজালে ক্রমেই আবদ্ধ হচ্ছে আমাদের যুব সমাজ। মাদক ব্যবহার এখন কেবলমাত্র বড় বড় শহর বা শিল্প এলাকাগুলোতে সীমাবদ্ধ নেই। মফস্বলের ছোট ছোট শহরে এমন কি পল্লী অঞ্চলেও মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বিস্তৃত হচ্ছে। সাধারণ ঔষধের দোকানে, স্টেশনারী দোকানে এমন কি পান বিড়ির দোকানেও মাদকদ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় তরুণ-তরুণী, স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েরা যারা মাদকদ্রব্য ব্যবহার করছে কিন্তু তাদের অনেকেই এর মারাত্মক ক্ষতির দিক সম্পর্কে অজ্ঞাত। অনেক অভিভাবকই জানে না তাদের অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়েরা নেশার শিকার হচ্ছে।

অপরিণত বয়সের স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের মাদকাসক্তির তথ্যের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

**সারণী- ৩ ঃ অপরিণত বয়সের স্কুলগামী ছেলে-মেয়েদের মাদকাসক্তির স্বরূপ ঃ**

| মাদক দ্রব্য | মোট | | লিঙ্গ | | প্রকৃতি | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | নং | % | পুরুষ | মহিলা | নতুন | পুরাতন |
| ১–৫ বৎসর | ৯৭ | ১৫% | ৯৭ | ০ | ৫৭ | ৪০ |
| ৬–৯ বৎসর | ১২৮ | ২০% | ১২৮ | ০ | ৮৩ | ৪৫ |
| ১০ বৎসর | ১২৮ | ১৮% | ১২৮ | ১ | ৭০ | ৪১ |
| ১১–১২ বৎসর | ১২৮ | ১৮% | ১২৮ | ০ | ৬২ | ৪৯ |
| ১৩–১৪ বৎসর | ৫৬ | ৯% | ৫৬ | ০ | ৩০ | ২৯ |
| ১৫ বৎসরের উপরে | ২৮ | ৪% | ২৮ | ০ | ১৯ | ৯ |

**Source :** Distribution of Drug abusers by schooling year reporting Period January, 1999-March, 1999.

শুধু যে অজ্ঞাত কারণে নেশা করছে তাও নয়। বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টয়লেট ও আশেপাশে আজকাল পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে ফেনসিডিলের বোতল। ইনকেশনের সিরিঞ্জ ইত্যাদি। এতে প্রমাণ হয় শিক্ষিতদের মাঝেও নেশার মায়াজাল আকড়ে বসেছে। চোখের সামনে এভাবে দেশ ও জাতির স্তম্ভশক্তি যুব সমাজ প্রতিনিয়ত কীটদুষ্ট বাঁশের ন্যায় জরাজীর্ণ হয়ে নুয়ে পড়ছে।

**সারণী- ৪ ঃ বয়সের তারতম্যের ভিত্তিতে মাদকাসক্তিতে আসক্ত যুব সমাজের তথ্য নিম্নের সারণীতে তুলে ধরা হলো ঃ**

| মাদক দ্রব্য | মোট | | লিঙ্গ | | প্রকৃতি | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | নং | % | পুরুষ | মহিলা | নতুন | পুরাতন |
| ১৫ বৎসর পর্যন্ত | ২ | ৬% | ২ | ০ | ২ | ০ |
| ১৬–২০ বৎসর | ৪৯ | ৮% | ৪৯ | ০ | ৪০ | ৯ |
| ২১–২৫ | ১৯০ | ৩৯% | ১৯০ | ০ | ১১৪ | ৭৬ |
| ৩১–৩৫ | ২৩৭ | ৩৭% | ২৩৬ | ১ | ১৩৮ | ৯৯ |
| ৩৬–৪০ | ৪৩ | ৭% | ৪৩ | ০ | ২৬ | ১৭ |
| ৪১ বৎসরের উপরে | ২৭ | ৪% | ২৬ | ১ | ১৩ | ১৪ |
| মোট | ৬৩৩ | ১০০% | ৬৩১ | ২ | ৩৮২ | ২৫১ |

**Source :** Distribution of Drug abusers by Narcotics Drug reporting Period January, 1999-March, 1999.

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অপরাধ পাশাপাশি বিদ্যমান। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে মাদক সেবনকারীরা তাদের অভ্যাস চরিতার্থ করার লক্ষ্যে মাদক সংগ্রহের জন্য সবকিছু করতে পারে। মাদকাসক্তরা সাধারণতঃ সেইসব অপরাধ করে থাকে যেগুলোতে কম চেষ্টায় অধিক অর্থ পাওয়া যায়। যেমন ঃ ছিনতাই, জোরপূর্বক চাঁদা আদায়, চুরি, পতিতাবৃত্তি, মাদক বিক্রয় ইত্যাদি।

মাদকাসক্তির এই অশুভ প্রভাব পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া বিস্তৃতি লাভ করেছে। মাদকাসক্তির প্রভাবে আসক্ত ব্যক্তির পারিবারিক বন্ধনে শৈথিল্য এবং সংঘবদ্ধ সামাজিক জীবন-যাপনের প্রতি অনীহার ভাব সৃষ্টি হয়। সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, মুল্যবোধ, ধর্মীয় ও আদর্শগত সামাজিক জীবন ধারা থেকে ক্রমাগত ভাবে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আসক্ত ব্যক্তির মূল্যবোধের অবক্ষয়, ভালো কাজের প্রতি অনাগ্রহ ও মন্দ কাজের প্রতি আকর্ষণবোধ সমাজ জীবনের ওপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তার অসামাজিক আচরণ স্বভাব সুলভ মিথ্যাচার, চুরির অভ্যাস, ডাকাতি, ছিনতাই রাহাজানির সাথে সম্পৃক্ততা ইত্যাদি সমাজের শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে বিনষ্ট করে। আসক্ত অপরাধীরা প্রথমে অপরাধপ্রবণ না থাকলেও তাদের মাদক অভ্যাস চালিয়ে যাওয়ার আর্থিক প্রয়োজনে তারা ক্রমশঃ অপরাধী হয়ে থাকে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি নেশাকরার জন্য যাই গ্রহণ করুন না কেন, এই অভ্যাসের জন্যে তার অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে সে যে কোন ধরনের অবৈধ তৎপরতায় লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে অর্থের যোগানের জন্য মাদকাসক্তরা একত্রিত হয়ে সমাজে বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে। যেমন আসক্ত অপরাধীরা সম্ভাব্য উৎস থেকে সংগৃহীত অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের মাধ্যমে পথচারীদের ঘড়ি, টাকা, আংটি ইত্যাদি ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও ডাকাতি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে একজন সন্ত্রাসীরূপে পরিণত হয়। এভাবে একজন আসক্ত ব্যক্তি যখন অপরাধীতে পরিণত হয় তখন স্বাভাবিকভাবে সে একাধিক অপরাধের সাথে জড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোন একটি সাধারণ অপরাধের মাধ্যমে একজন আসক্ত ব্যক্তির অপরাধ বৃত্তির হাতে খড়ি হলেও পর্যায়ক্রমে অপরাধ করতে করতে সে বড় আকারের সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়। শুধুমাত্র মাদকাসক্তির কারণেই সমাজে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয় তা না। অনেক সময় পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কারণেও সন্ত্রাস সংঘটিত হয়।

সাধারণ অর্থে সন্ত্রাস ব্যক্তির মানবিক গুণাবলী বিবর্জিত অস্বাভাবিক আচরণকে বুঝানো হয়। ব্যক্তির এ অনাকাঙ্ক্ষিত অস্বাভাবিক আচরণ তার মধ্যে হঠাৎ করে একদিনে জন্ম হয় না। প্রাথমিকভাবে ব্যক্তি যে সমাজে কিংবা পরিবেশের মাঝে বেড়ে উঠতে থাকে সে তখন তার চারিপার্শ্বে বিরাজিত অবস্থা থেকে ন্যায়, যুক্তিসঙ্গত আচরণ প্রত্যাশা করে। কিন্তু ব্যক্তি যখন তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার কিংবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা প্রাপ্ত হয় তখন সে ক্ষিপ্ত হয়। যখন একই ঘটনা

ব্যক্তি যত্রতত্র দেশে এবং নিজেও বারংবার একই অবস্থার শিকার হয় তখন তার মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়ে অনিয়ন্ত্রিত শক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। তখন ব্যক্তি সমাজ কিংবা, রাষ্ট্রে প্রচলিত প্রথা, আইন কিংবা বাধাকে উপেক্ষা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। বরং সকল ক্ষেত্রে অনিয়মকে তার কাছে নিয়ম বলে মনে হয়। ব্যক্তির অস্বাভাবিক আচরণ তখন তার কাছে অতি স্বাভাবিক বলে গণ্য হয় না। তখন ব্যক্তির এ আচরণকে সন্ত্রাস বলে আখ্যায়িত করতে পারি। সন্ত্রাস এককভাবে সংগঠিত হতে পারে আবার সমষ্টিগতভাবেও সংগঠিত হতে পারে।

মূলকথা হল কোন ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর অস্বাভাবিক আচরণই হচ্ছে সন্ত্রাস। ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠী ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে ন্যূনতম প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা পেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে তাদের ভিতরে প্রতিহিংসার জন্ম নেয়। এই প্রতিহিংসা বা ক্ষোভ যখন ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তখন তারা তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে ভারসাম্যহীন আচরণ করতে থাকে। এই ভারসাম্যবিহীন আচরণে কোন ব্যক্তিকে খুন করতেও দ্বিধাবোধ করে না। সন্ত্রাসকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি যে কোন ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর চরম নৈতিক অবক্ষয়ের নগ্ন বহিঃ প্রকাশই হচ্ছে সন্ত্রাস। সন্ত্রাসের পূর্বশর্ত হল ছোট ছোট অপরাধ করা। নিষিদ্ধ ক্ষতিকর কাজ হচ্ছে অপরাধ। সমাজ চিন্তাবিদদের মতে অপরাধ সে সব কাজ করা বা না করা যার জন্য আইনের শাস্তির বিধান রয়েছে। আবার আইনের পরিভাষায় অপরাধমূলক আইন দ্বারা যে আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাই অপরাধ নামে অভিহিত হয়ে থাকে। সন্ত্রাসের অর্থ অতিশয় শংকা বা ভয়, ভীতি প্রদর্শন, উগ্র পন্থায় আতংক সৃষ্টি প্রভৃতি। সন্ত্রাসের মূল লক্ষ্য বিভীষিকা সৃষ্টি করা এবং তা আইন বিরুদ্ধ। অপরাধ ও সন্ত্রাস সমার্থবোধক শব্দ নয়। বস্তুতঃ সন্ত্রাস সংঘটিত হলে তা বিবেচ্য হয়। সন্ত্রাসের আর বিভিন্ন ধরণ আছে এবং এ জন্য বহুবিধ কারণ বর্তমান। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হতে পারে। প্রচলিত আইন যদি শিথিল বা অকার্যকর হয়ে পড়ে তাহলে সেখানে সন্ত্রাস মাথা ছাড়া দিয়ে ওঠে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকলে সন্ত্রাস দমিত থাকে। সন্ত্রাস হচ্ছে কল্যাণ বিরোধী কাজ। সন্ত্রাসের মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সন্ত্রাস সব সময় ব্যক্তির সুবিধা অর্জনে ব্যবহৃত হয়। ফলে সামাজিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয় এবং পরিণামে ধ্বংস ডেকে আনে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে সন্ত্রাস থাকলেও সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সন্ত্রাসের জন্য বিশ্বের কোন কোন রাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করে জাতিসংঘ তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ফলে ঐ সব দেশসমূহ ক্ষতির সম্মুখীন। সন্ত্রাসের ক্ষতিকর দিক হচ্ছে তাৎক্ষণিক। এর পরবর্তী ফলাফল হয় সুদূর প্রসারী। মোট কথা পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের কাছে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ যারা করে বেড়ায় তাদেরকে মাস্তান বললে এরা খুশী হয়। কারণ সন্ত্রাসী ভাবে তাদের নামের পাশে 'মাস্তান ওমুক' এই কথাটি ব্যবহার করতে পারলে মহল্লার দোকানে ফাও খাওয়া

থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে পারবে। মাস্তানরা কখনও সবল প্রতিপক্ষের উপর আঘাত হানে না। দুর্বল প্রতিপক্ষের উপর আঘাত হানে এই কারণে, দুর্বলের উপর আঘাতের ফলে সবলের মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সব সময় মাস্তানকে ভয় পেতে থাকে। কখন না সে কি করে বসে মাস্তানরা মাস্তানী করার আগে কতগুলো সিদ্ধান্ত নেয় যেমন ঃ পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর অর্থনীতির উপর ও সামাজিক মর্যাদার উপর। মাস্তানরা যখন মাস্তানী করে পার পেয়ে যায় তখন সবল শ্রেণীর লোকেরা ভাবে সে মাস্তান হলেও আমার সাঙ্গে তার ভাল সম্পর্ক সুতরাং মাস্তানের বিরুদ্ধে কথা না বলাই ভাল।

**সারণী- ৫ ঃ সমাজে সন্ত্রাস সংঘটিত হওয়ার জন্য দায়ী কারণসমূহের তথ্যগত বিবরণ**

| | | |
|---|---|---|
| ১. | অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনকারীগণ | ৩৪ জন |
| ২. | রাজনৈতিক কারণ | ৫৮ জন |
| ৩. | পারিবারিক নিয়ন্ত্রণহীনতা | ১২ জন |
| ৪. | আমলাগণ | ৮ জন |
| ৫. | ব্যবসায়ীগণ | ২৪ জন |
| ৬. | গডফাদাররা | ২ জন |
| ৭. | অপব্যবহারকারী ধর্মীয় নেতাবর্গ | ৬ জন |
| ৮. | বিপদগামীরা | ২ জন |
| ৯. | সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দায়ী | ২৬ জন |
| ১০. | আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগণ | ১৪ জন |
| ১১. | অন্যান্য | ৮ জন |
| | মোট | ২০০ জন |

তথ্যসূত্র ঃ জরীপ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ।

**সারণী– ৬ ঃ সমাজে সন্ত্রাসমূলক কর্মতৎপরতার কারণ**

| | |
|---|---|
| ১.ব্যক্তিগত প্রতিশোধ | ৪০% |
| ২.অর্থের অভাব | ৬০% |
| ৩.হিরোয়িজম | ৫৪% |
| ৪.পারিবারিক শিক্ষার অভাব | ৪৮% |
| ৫.রাজনৈতিক কারণ | ৮৮% |
| ৬.দেখাদেখি সন্ত্রাস করা | ৩৮% |
| ৭.অন্যান্য | ৫০% |
| মোট | ৩৭৮% |

তথ্যসূত্র ঃ জরীপ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ।

## উপসংহার

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নকামী একটি দেশ বাংলাদেশ। এদেশের শিক্ষার হার সন্তোষজনক নয় বিধায় এদেশের মানুষ উন্নতমানের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে ধারণা অপ্রতুল। যার ফলশ্রুতিতে নিম্ন আয়বেষ্টনীর লোকের কাছে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে তারা আয়ের উৎস হিসাবে ধরে নেয়। তাদের ধারণা তাদের যদি ১০/১২টি সন্তান থাকে তাহলে তারা তাদের শ্রম বিক্রি করে যে আয় করবে তা দিয়েই সংসার চলে যাবে। শিক্ষিতরা সচেতন হয়ে ২টি সন্তান গ্রহণ করলেও নিম্ন বেষ্টনীর আয়ের লোকদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল সমাজের প্রত্যেকেই বহন করতে হয়। ফলে দেখা দেয় বেকারত্ব। বেকারত্বের অভিশাপ এতই প্রকট যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত যেই বেকার থাকুক না কেন তাদের মধ্যে গভীর হতাশার সৃষ্টি হয়। এই হতাশা থেকেই জন্ম নেয় অপরাধ প্রবণতা। অপরাধে লিপ্ত হয়ে তারা মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়ে। কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন অপরাধ সংঘটিত করতে চায় না বিধায় তখন তারা মানসিকভাবে প্রশান্তি পাওয়ার জন্য আশ্রয় খুঁজতে থাকে। তখনই তারা আশ্রয় নেয় মাদকাসক্তির। একটু একটু করে মাদক দ্রব্য গ্রহণ করতে করতে নিজের অজান্তেই মাদকাসক্তির গভীরে চলে যায়। মাদক দ্রব্যকে তখন তারা তাদের জীবনীশক্তি হিসাবে বেছে নেয়। তাদের এই জীবনীশক্তি রক্ষার্থে যে কোন অপকর্ম করতে তারা দ্বিধাবোধ করে না। এই পর্যায়ে সমাজে কিছু সুবিধাভোগী লোক মাদকাসক্তদের দিয়ে সমাজে জঘন্যতম অপরাধমূলক কাজগুলো করিয়ে নেয়। এভাবে সমাজে শুরু হয় সন্ত্রাস। সুতরাং সমাজকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য ব্যক্তিকেই সর্বপ্রথম এগিয়ে আসতে হবে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে কর্মের যোগান দিয়ে। একজন বিপথগামী সন্ত্রাসী মাদকাসক্ত যুবক প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্মপ্রত্যয়ের সাথে উচ্চাভিলাসী প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করতে পারে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জামান খান। ধামরাই থানার ইসলামপুর গ্রামের জামান খান এইচ.এস.সি পাস করার পর একজন বেকার যুবক হিসেবে নেশা আর সন্ত্রাসের জগতে টপটেরর হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। পিতা, মাতা ও বড় ভাই সন্ত্রাসী জীবন থেকে ভাল পথে ফিরিয়ে আনার জন্য জামানের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ১৯৯৩ সালে জামান ভর্তি হয় সাভার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে যায় নিজ বাড়িতে। জামান ফিরে গেলে বড় ভাই ৫ হাজার টাকার পুঁজি দিয়ে ৩০টি লেয়ার মুরগী কিনে দেয়। শুরু হয় তার কর্মজীবন। কর্মজীবনের শুরুতেই আসে সাফল্য। ১৯৯৪ সালে পুত্রের এই সফলতায় পিতা ১ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়োগ করে। জামানের কেটে যায় সন্ত্রাসী নেশা। শুরু হয় কর্মের নেশা। ধামরাই কৃষি ব্যাংক থেকে ১৩ লাখ টাকা ঋণ নিজে নিজ বাড়িতে ৩ একর জমির উপর গড়ে তোলে ডি. খান এগ্রিকালচারাল ফার্ম। সন্ত্রাসী ও নেশার রাজত্বের এক সময়ের টপটেরর জামান আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে একজন সফল যুব আত্মকর্মী হিসাবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করে।[১১]

যুব সমাজের আত্মকর্মসংস্থানের বিষয়ে প্রথমেই সময়োপযোগী ও কাঙ্ক্ষিত যুবনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। বাজেট ও যুব উন্নয়ন খাতে উল্লেখযোগ্য অর্থ বরাদ্দ এবং সঠিকভাবে কাজে লাগানোর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারণাসহ বহুবিদ জনসংযোগ কাজকর্মের মাধ্যমে যুব সমাজে আত্মকর্মসংস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের কার্যকরী ও ফলপ্রসু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যুব সমাজের আত্মকর্মসংস্থানের সকল সুযোগ-সুবিধা অবারিত করতে হবে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজিয়ে জ্ঞান -বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষার এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ার কারিগরি শিক্ষা এই দুই কাঠামোগত বিন্যস্ত করতে হবে। সর্বোপরি যুব সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগরণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে অর্থনীতির মূল স্রোতধারার সাথে একাত্মকরণের প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেশের বর্তমান সার্বিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বিচার করে যুব বেকারত্ব ঘুচাতে আত্মকর্মসংস্থানের কোন বিকল্প নাই। সরকারসহ যুব সমাজকেও এ সত্য আজ হৃদয়ংগম করতে হবে এবং উভয়ের সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। অবশ্য সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে যুবকদের বেকারত্ব ঘুচানোর জন্য জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুব সমাজের সম্পৃক্তকরণ এবং যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও সঠিক দিক নির্দেশনার মাধমে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে কিছু কর্মসূচি চালু করেছে। যেমন–

ক) যুবকদের বিভিন্ন দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দান।

খ) প্রশিক্ষণান্তে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ ও ঋণ সহায়তা দান।

গ) পল্লীর ভূমিহীন ও বেকার জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন।

ঘ) যুবদের নেতৃত্ব বিকাশ ও মানবীয় গুণাবলী অর্জনে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ।

ঙ) যুব সংগঠনকে গোষ্ঠী উন্নয়ণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করণ।

চ) পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমে যুবদের উদ্বুদ্ধকরণ।

ছ) পরিবার কল্যাণসহ সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যুবকদের নিয়োজিতকরণ।[১২]

পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়মিত অধ্যয়নের পাশাপাশি অবসর ও ছুটিকালীন সময়ে খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানের সুযোগ করে তাদের মধ্যে সুযোগ করে দিয়ে তাদের মধ্যে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এতে তাদের কর্মের অভিজ্ঞতা এবং কর্মস্পৃহা তাদের পরবর্তী জীবনকে উজ্জ্বলময় করে তুলবে। তখন ব্যক্তি নিজেই আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়বে। ব্যক্তি যদি কর্মে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে হতাশা তখন ব্যক্তিকে গ্রাস করতে

পারবে না। ফলে সমাজে মাদকাসক্ত সন্ত্রাস বহুল পরিমাণে কমে আসবে। ব্যক্তি সচেতনতাই যে শুধু মাদকাসক্তি কমাবে তা নয়। মাদকাসক্তি কমানোর জন্য সরকার ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (আইন) কঠোরভাবে গ্রহণ করতে হবে। মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে Participant Observation এর মাধ্যমে যা জানতে পারলাম তাতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের ৫টি বিভাগে মাদক নিয়ন্ত্রণের যে অফিসগুলোর জন্য তাদের নিজস্ব কোন হাতিয়ার নাই মাদক পাচারকারীদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। এই সময়ের মধ্যে মাদকপাচারকারী গা ঢাকা দিয়ে ফেলে। এই যদি হয় মাদক নিয়ন্ত্রণের চিত্র তাহলে বুঝা যাচ্ছে মাদক পাচারকারী গড ফাদাররা কত শক্তিশালী। যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোও মাদক পাচারকারীদের কাছে জিম্মি। ফলে মাদকাসক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে শুধু বাংলাদেশে কেন পৃথিবীর সব দেশেই বেড়ে চলেছে।

কিন্তু সন্ত্রাসের বেলায় ব্যক্তির কোন Say থাকে না। সন্ত্রাস বেশিরভাগ সময় সংঘটিত হয় সমষ্টিগতভাবে। সুতরাং সন্ত্রাস নির্মূল করতে হলে সরকারের কঠোর আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজে কোন একটি বিশেষ কারণে সন্ত্রাস সংগঠিত হয় না। আইনের প্রয়োগ শিথিল হলেই সমাজে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়। সমাজ থেকে সন্ত্রাসকে নির্মূল করতে হলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে পরিচালনার জন্য সরকারকে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং সুষ্ঠু সমাজ গঠনে ব্যক্তির আত্মসচেতনতা, সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা, ব্যবসায়ীদের সদিচ্ছা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়মানুবর্তিতা একান্ত প্রয়োজন। উপরোক্ত বিষয়গুলো সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হলেই আমরা সুষ্ঠু সুন্দর সমাজ গঠনে এগিয়ে যেতে পারবো।

## তথ্য নির্দেশ ঃ

১. *স্মরণিকা*, জাতীয় যুব উৎসব ১৯৯৮, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, *পৃঃ ৩০।*

২. *Report of the national workshop on unemployed youth in Bangladesh, department of Youth and Sports and International Labour Organization, Dhaka, October 1998, P-4*

৩. *Ibid, p-5.*

৪. *Bangladesh Bureau of Statistics,* Report on Labour Force Survey in Bangladesh 1995-96, *Dec. 1996-62.*

৫. *স্মরণিকা, জাতীয় যুব উৎসব '৯৮, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পৃঃ ৩৭।*

৬. আখতার হামিদ খান, *"সর্বনাশা নেশা ও আজকের বাংলাদেশ", পালাবদল, ১৬-৩০ এপ্রিল ১৯৯৩, ২য় বর্ষ ২২ সংখ্যা, ঢাকা, পৃঃ ৩৪।*

৭. *Benjamin Mencroft, as told to Nigel Dempster in Daily Mail, 24 April 1985, London.*

৮. *"রফিক হাসান"*, ইসলামে মাদকদ্রব্য হারাম কেন? *পৃথিবী (ইসলামী গবেষণা পত্রিকা) ১৯৮৩, নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা, পৃঃ ২০।*

৯. *Ibid, p-21.*

১০. *Ibid, p-24.*

১১. *স্মরণিকা*, জাতীয় যুব উৎসব '৯৮, ১-৮ ডিসেম্বর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, *পৃঃ ৮।*

১২. *Ibid, p-16.*